প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৫৮

প্রকাশক: ভাস্বতী সিংহ

পরমা

৩৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯

মুদ্রণ : বঙ্গরত্ন মেসিন প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সূচি

হাসি হাসিগুলি হাসিদের

হাসি, হাসিগুলি, হাসিদের

হস্ ধাতুর হা'য়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো গমগম
আর তুলোর মতন খণ্ড খণ্ড উড়তে থাকলো আকাশে
যেন সাদা সাদা শরৎকাল উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর
তারপর কখন যে তার একটুখানি টুক ক'রে নেমে পড়লো
অংশুদের বাড়িতে, সেই বীরভূমে, কেউ জানতেই পারলো না

একদিন টানটান ক'রে আমি মেলে ধরলুম আমার চোখের পাতা
তখন তো ভোর, তাই পুবদিকে, মানে তোমার মুখে তখন
কী যে জটিলতাহীন অরুণাভা
কী যে অরুণা, কী অরুণ! · …আমি তো তোমার নাম জানতুম না
তাই 'অরুণ' বলে ডেকে উঠলুম আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার সাদা, অসম্ভব সাদা
শাড়ি খুলে গিয়ে আমার চোখের পাতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আর
ঝাঁক ঝাঁক উড়ে গেল চোখের ভেতর—আকাশে।……ইঁদুরের
পেটের মধ্যেকার অন্ধকার আর উল্টোনো ডেকচির অন্ধকার থেকে শুরু করে
সাইকেলের বাতাস ভর্তি টিউবের অন্ধকার পর্যন্ত ঝাঁপ দিয়ে পড়লো
তোমার অসম্ভব সাদা শাড়ি, যেমন একদিন 'হস্' ধাতুর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে
একটা কাঠবেড়ালী একটুখানি কামড়ে দিয়েছিলো তোমার ঠোঁটে আর তুমি
'আঃ লাগছে' বলতে গিয়ে হেসে ফেললে, সঙ্গে সঙ্গে মোরগের লাল ঝুঁটির উপর
নেমে এলো খুব ভারি কুয়াশা, তোমার বাড়ি ঘিরে ফেললো
কুয়াশারা, এসে দাঁড়ালো
তোমার জানলার সামনে, তারপর একসময় হাত বাড়িয়ে টেনে আনলো
তোমার মুখের কুচি কুচি তুষার, আর তুমি ঝাঁক ঝাঁক উড়তে থাকলে আকাশে
কোথা থেকে ভেসে এলো তোমার খুলে যাওয়া শাড়ি যেন টুকরো টুকরো
শরৎকাল উড়ে যাচ্ছো মাথার উপর দিয়ে সাদা সাদা, তারপর

কখন যে তার একটুখানি টুক করে নেমে পড়লো
অংশুদের বাড়ি, সেই কোন বীরভূমে, কেউ জানতেই পারলো না

আসলে, তোমাকে আমি মনে মনে মোমবাতি বলে ডাকতুম।
সাদা মোমবাতি, তুমি জানতে না।
আসলে একদিন আমি তোমার পিঠের
একটু উঁচু হয়ে থাকা খুব শান্ত হাড়ের উপরে
দেখেছিলুম আরো শান্ত, সাদা একটি স্ট্র্যাপ।
সেইদিনই 'হস্‌' ধাতুর মধ্য থেকে জেগে উঠেছিলে
আর
তোমার পিঠের ঐ সাদা হাড় থেকে
উড়ে এসেছিলো আরো সাদা সাপ, প্রিয়তম সাপ
খিল খিল, খল খল, খণ্ড খণ্ড, অসম্ভব শাড়ি।

বলো হাসি, কী রকম চাপ চাপ হেসে উঠেছিলো ঐ হাসিগুলি, হাহাকারগুলি
আমাদের সারসার হাসিদের দেখে!

না গো আর কোনোদিন ভালবাসবো না

বকুল বাগান

'রাত্তিরে ভয় অনেক', আমায়
বলল জনে জনে
তবু কথায় কান দিইনি ওদের ;
রাত্রি জাগার রীতি কেবল
জানত সে বাড়িটি
সাতাশ নং বকুল বাগান রোডের।

হঠাৎ চিলেকোঠার, খুলে
জানলাখানি ও তার
পিছন থেকে ডাকল, বলল 'শোনো-
সেই দুপুরবেলায়, যেদিন
প্রথম আমরা এলাম
হাওয়া ছিলো না একটুও, বর্ষণও।

একটি গাছ—স্থানীয়, ওগো
মানুষ ওদের জানিও
দাঁড়িয়ে ছিল আমার পাশে রোদে,
রাত্তিরে তিনস্রোতা সেই
আগুন ছিল কোথায়
লাগল এসে এই আর্ত দেহে ?

জ্বলে উঠল বাড়ি, আমি
কি ঘুমোতে পারি
ও যে বলল 'কী আছে তোর দে !'
আমি ও ছোড়দি তখন
দুজনে দোর দিই
ভিতরে নেমে গহন প্রতিশোধের।

তারপর 'ভয় অনেক' এমন
বললেন সজ্জনে
কেউ ফেরালো ঘৃণায় মুখ, কেউ ফেরালো ক্রোধে-
'বয়সটা খুব খারাপ' তোমায়
বলেছিলেন যাঁরা
তাঁরা কি যান বকুল বাগান রোডে !

সাদা বিষ কালো বিষ

বাতাসে আবার সেই শব্দ
পেয়েই বুঝেছি তার সব দোষ
এখনো ক্ষমার মতো হয় নি।

দিনে দিনে শরীরে ও কণ্ঠে
গান বা গানের মতো কোনটে
ক্ষয়ে গেছে, কোনটা বা ক্ষয় নি

বুঝেও তবুও আমি নিশ্চুপ
রয়ে গেছি, মুখ ফুটে কিচ্ছু
বলিনি, তবুও এসে কালকে

রাত্রে আবার সেই মন্ত্র
হাতছানি দিয়েছিল 'শোন্ তো !'
চারিদিকে পেতেছিল জাল কে !

জালের মধ্য থেকে সে জাহাজ
দেখা দেয়, তুষার পড়ে যা আজ
ঢেকে আছে আর নীল পাটাতন

ঘিরে ঘিরে শুয়ে আছে ওরা সব
তাদের ভেতর থেকে জোড়া শব
উঠে এসে যে খবর পাঠাতো

তার বুকে মৃত্যুর জোনাকী
না রেখেই বলেছিল ও নাকি
আগে থেকে মৃতা, ওরা দেখেছে

কী জানি, আমারই ভুল হয়ত—
গত সেপ্টেম্বরে জয় তো
এখানে ছিল না, তবে কে গেছে

নদীটি পেরিয়ে সেই বিকেলে ?
তারপর সে বছর শীত এলে
শরীরে জমেছে কার অঙ্গার ?

মানে ধুঁকে ধুঁকে জ্বলা কাঠ তো ?
তবুও সে প্রতিদিন হাঁটতো
উত্তর দিকে আছে ওংকার

এই কথা মনে করে ওর যে
আর কিছু আসতো না সহ্যে—
এখনো আসে না—অগ্নিচূড়ার

ভিতরেই ওর মেরুবিন্দু !
এ কথা তুমিও জানো, কিন্তু
নিজে থেকে কতখানি নিচু আর

হতে পারো?   যার ভয়, যে দ্বিধা
লুকিয়ে রেখেছ তুমি যদি তা
তোমাকে মিলিয়ে দেয় বাষ্পে

তাহলে কি উজ্জ্বল, ক্ষুধিত
যে তোমার কানে কানে ফু দিতো
ছোটবেলা সে কি ফের আসবে?

তার যে কী হবে আমি জানি না।
সে তো কবি, খুব কিছু জ্ঞানী না—
অথচ যেদিন নীল কেবিনের

বাইরে তুষার ঝড় আসতো,
আর সেই ভঙ্গুর স্বাস্থ্য
ছেলেটির 'কেন চিঠি দেবে না'

এই মৃদু ঘন অনুযোগ কে
ঢেলে দিত স্বপ্নের যজ্ঞে
তোমার মতন দুঃস্বপ্নাও!

কিংবা যখন বৃষ্টির নখ
ছুটে যেতো মাঠে বিস্তীর্ণ
তুমি কি বলোনি তাকে 'সব নাও!'

আচমকা খুলে যাওয়া বেণীতে
একবার চুম্বন কে নিতে
চায় না ? যে কেউ নিতে পারত

এমন সুযোগগুলি ? অথচ
তোমারই সামনে দিয়ে কত চোর
চলে গেছে, তবু মৃৎপাত্র

পোষা পাখিটির কালো চঞ্চুর
আঘাত লাগিয়ে তুমি চুরচুর
করেছ—তখনই মেসিয়ার কি

কেঁপে উঠেছিল এ সমুদ্রে ?
তোমার আগামী স্বামী পুত্রের
ভালো চাইবার বেশি আর কী

চাইতে পারবো আমি ? তবু কে
নখর ছোঁয়ালো এসে ও বুকে ?
রেখে গেল নীল দাগ দীর্ঘ ?

আজকে আবার যদি ফিরতে
চাও তবে শকুনের তীর্থে
সিঁথিতে কে ছাইবে আবীর গো ?

এখন ভেলার নিচে উলটে
যে পড়েছে তার দেহ তুলতে
সারাদিন কেটে যায় নাবিকের !

একটি জাহাজ যদি সে পেতো
তাহলে বলতো বুঝি সে প্রেত—
'কাল মাদ্রিদ যাব, যাবি কে ?'

দাড়ি আর জ্বলজ্বলে চক্ষুর
সে লোকটি জানতোনা ওর ক্রুর
শত্রুরা শুয়েছিল সার সার—

অবশেষে একদিন তুমিও
সেই সবশেষে দুষ্টুমীও
খুলে দিয়েছিলে রাতে বর্ষার !

তারপর ঝড় মেরু সাগরে
অচেনা মেয়েটি, সেও যা করে
সেদিন বাঁচিয়ে ছিল তা ওকে

কখনো বলিনি ; ঐ শান্ত
মেয়েটির দিদিরা পাষাণ তো,
তাই বুঝি একটুও না বকে

খুলে দিল বরফের ঘরটি—
'আমার যা হয় হবে ওর কী'
ভেবেছি, হঠাৎ শুনি 'ওলো না

আমরা যে চাইনা ও শ্বাস নিক
এই পৃথিবীর নির্যাস নিক—'
তারপর টুকু শোনা হলো না।

বিকেলে যখন গিয়ে মুখ ধোও
তখনই কি তাকে দেখে মুগ্ধ
হয়েছো ? আড়ালে ছিল দরজার ?

তারপর মিশে গেছো কে হাসির
মুখের ভিতরে ? দেব ? দেবাশিস ?
তুমি কি ? জানি না—তাও লজ্জার

ভিতরে সে পেরিয়েছে নদীতীর—
রাতে শুয়ে বলেছিল 'ও দিদি
তুমি কি জানোনা ; বলো, জানোনা !'

এদিকে আমার দেহে জমেছে
অঙ্গার, আর রক্ত নেচে
ওঠেনি, ডানায় থেকে প্রাণনা

কে শুষে নিয়েছে—আর শবেরা
উঠে এসে বলে 'সেই কবে রাত
জেগেছি, সেদিন যারা উড়ত

এখন তাদের চাই, দেবে না ?'
কেউ বলে, 'এসো করে নেবে স্নান' !
ঝলসায় পুরোনো মুহূর্ত !

পুরোনো বাতাস ফের আর্দ্র—
রয়ে গেছে এখনো কি তার দোষ ?
ধীরে যাও, অত বেশি দ্রুত না !

আবার তুষারে ঢাকা জাহাজে
নতুন তুষার পড়ছে, কাজে
যাবেনা কি ?   সামান্য খুঁতও না

যেন থাকে এই প্রেমে, হত্যায় ।
এখনো ঘুমনো মুখ ওর, তাই
দেখে যেন ফের হাত কাঁপে না !

দেখো, মনে হবে অপরূপা সে,
আর দুটি সাপ তার দুপাশে
শুয়ে আছে—থামো, কাছে যাবে না

মনে করো কতদিন সন্ধ্যের
মুখে তুমি বন্ধুর বোনদের
মরে যেতে দেখেছো বিষণ্ণ।

দুজন নাবিক তারা পুরোনো।
বরফের তলা থেকে কুড়োনো।
পৃথিবীর তলা থেকে কুড়োনো।

আসলে ওদের বিষ, অন্ন।
ওদের যা কিছু বিষ—অন্ন।
সাদা বিষ, কালো বিষ—অন্ন

উদ্ভিদ

জিভ

এক

পাহাড় উঠেছে, সুঠাম পাহাড়
উঠে গেছে, নগ্নতা
তার দুদিকের শূন্যে—
একটু পরেই কুমারী দেবীরা
আসবেন। কেশভার
ছড়িয়ে দেবেন পিঠে।
আর চুল থেকে ঝরে যাবে নিচে অজস্র দাক্ষিণ্য,
নিচে অর্থাৎ আমাদের এই ক্ষুধা শ্যামলিম ভারতে।

জেগে ওঠো আরো লোহা, আরো খনি, আরো তেল!
জেগে ওঠো ওগো পেট্রোলিয়ম, কাহার
দুহিতা গো তুমি? খিন্ন
এ শরীরে দাও যথা-
-বিহিত জালানী, জাগাও মিথেন
আলেয়ার এ কারুণ্যে
ছিঁড়ে দাও শেষ হবার
সমুখে দাঁড়ানো শ্রমিকের শিরা।

আসলে ঠাট্টা সবটাই। চিরা-
-চরিত স্বপ্নে, আড়তে
সোনার পক্ষী যে সবার
চোখ এড়িয়ে আসে এতো জানা। আহা
বিহঙ্গ তুই খুন নে
খরজিহ্বায় ঘৃণ্য
এই সব ছোটলোকদের·····থান ইটে
মাথা রেখে ঐ ঘুমিয়ে রয়েছে মেয়েটি···মাথায় জটা

একজন সাধু আরো কিছু গিয়ে, ধুনি জ্বলে, তার ছটা
হাত দিয়ে নেয় দুটি লোক : 'বউ-ঝি'রা
বেশ ছিল গ্রামে' .....শীতে
ছেলেটি কাঁপছে, গারদে
সেও ছিল তিন বছর, চিহ্ন
এখনো শরীরে : 'এসব আর
কদিন চালাবো'......শূন্যে
তাকাল ছেলেটি আর দূরে সাহা-

-বাবুদের ভাঙ্গা গ্যারাজে আহার
করা শেষ হল না ফোটা
একটি কুঁড়িকে। ক্ষুর নে
ওলো কুঁড়ি তুই ! লুব্ধ পাখিরা
তোকে ছিঁড়ে খেলো যে সভার
ভিতরে, যে খলে, গ্রানিটে
তোকে পিষে নিল সেই কলকাতা পেলে কি জেয়ারজিনহো
নিয়ে যেতে আছে। ওলো কুঁড়ি তুই আরো দে

ওদের শরীরে ক্ষুর জেলে, ক্ষুর কি বসন্তে কি শারদে
ওদের পালক চঞ্চু শরীর ওরা যেন ছুটে আগুনকে দেয়, স্বাহা·
আর, রাত হোক দিন হোক
তুই যেন সরু সাঁকোটার
উপরে দাঁড়িয়ে ছুঁড়ে দিস মিঠে
ইশারা, পারদ পূর্ণ
নদীতে ওদের শেষবার
ডেকে আন আর ডুবিয়ে দে। হীরা

তোর চোখে জ্বাল্! সব জলক্রীড়া
তখন দেখবো। চ' রোদে
পিঠ দিয়ে বসি। বেশ ভার
হয়ে আছে মাথা। সেই পিউ কাঁহা
করে ডাক দেবে? পুণ্যের
ভিতরে কবে যে ভিন্ন
গ্রামের মেয়েটি হেঁটে যাবে? পুরোনো ভিটেয়
কলমিশাকের ঝুড়ি নিয়ে সেই বউটি আসবে……ওঠার

সময় হয়েছে দেবীদের, যাও তাদের নিকটে, শ্রোতা
বিরাট পাহাড় আর শূন্যতা, ধূ ধূ শূন্যতা। ইড়া
পিঙ্গলা আর সুষুম্না উদ্‌গীথে
ছিঁড়ে ফেলে সব বড়দের
জানাও, জানানো উচিত। দীর্ণ
এ দেশে তাঁদের কেশভার
যদি খোলে বিষচূর্ণে
ভরে যাবে তবে নদী ও পাহাড়;

আর মেয়েরাও। ছেয়ে যাবে হাড়
পাথরে সেবাব্রতা
শরীর তাদের। গুণ নেই
এখন আর ঐ হাতের। ধাইরা
বাচ্চাকে মারো, এসো বার-
-বণিতারা এসো, নিতে
দাও শৃঙ্গার এ শরীরে আর নখ নিয়ে বিচ্ছিন্ন
করে দাও দেহ, মিথ্যে সাধনা ভেঙে যাক জড়ভরতের।

সব চুপ। শুধু পাহাড়েরা জেগে। যেন আমজাদ সরোদে
ভোর করছেন ডিসেম্বরের দীর্ঘ রাত্রি। এখন আর
রাত্তির নয়, দিন নয়।
রোজ এই সময়ে প্রতাপ
তাঁর চৈতককে ছুটে যান জিতে
আনতে গভীর শূন্যের
স্বাধীনতা আর 'হে সওয়ার
এদিকে তাকাও, এদিকে' দেবীরা

চেঁচিয়ে ওঠেন, পায় না বিরাম
অশ্ব, পরতে পরতে
কে যেন তখন এ শোভার
উপরে বিছায় রক্ত। অসাড়
এ মাটি ডাঙ্গায়, ক্ষুরে
ভরে যায় শুধু। জীর্ণ
এই দেশে জাগে, এদেশেরই কোলে পিঠে
জেগে ওঠে এক জিহ্বা—লোলুপ, দীর্ঘ, চ্যাপ্টা, ভোঁতা।

দুই

বিরাট জিভ লুকিয়ে থাকে
কাঁটালতায়, ঝোপে;
তীব্র নীল, ঘন
তরল লালা ছিটিয়ে দেয়
আকাশে আর জলে
এবং প্রতি রাতে
এগিয়ে আসে ঠাণ্ডা, ভারী শরীর, সড় সড়
শব্দ ওঠে……বাতাস নাড়ে দরজা দেশগ্রামে····

লম্বা চুল, জুলপী। জলে সিগার আর চোখ। আউট্রামে
সন্ধ্যা শেষ হয়েছে। ওড়ে আঁচল। দূরে কাকে
এখন, এরপর
চিঠি লিখবো ?····· পোপের
শুভ্র মুখ, শ্মশ্রু ; ছাত্রের
চিলেকোঠায় কণক ;
একা দুপুরে দোলে
টবের গাছ আর অন্যায়।

এদিকে মা ও কন্যায়
পাথর ভাঙ্গে, ঘামে
ভরেছে দেহ, কোলে
তিন মাসের একটা······শাখে
ডেকো না আর কোনো
গানের পাখি, ঝড়
আসছে ঐ শান্ত গ্রাম পেরিয়ে, দেখ মাতে
কী তাণ্ডবে আকাশ আর মহুয়া গাছ উপড়ে ফেলে কোপে !

গভীর খাদ, উড়ে চলেছে গা ছমছম রোপওয়ে···
কোথায় দূরে ট্যুরিস্ট বাস থামল : 'আজ মন নেই
অনেকখানি বেড়াতে,
তাছাড়া টুর্ণামেণ্ট
কালকে শেষ হয়েছে, বড়
ক্লান্ত তার ফলে
শরীর আর মনও······'
পাহাড়ী পথ, একটি ট্রাকে

চলেছে সেও, 'কখন মাকে
চিঠি লিখবো ?' ক্ষোভে
জ্বলছে পথ······শোনো।
পলকটুকু জিরণ নেই
আমার, পিস্তলের
পুণ্য দেহ হাতে
আমরা যারা ছুঁয়েছি তারা এবার পরপর
মিশিয়ে যাবো চিলিতে আর বাভারিয়ায় আর শ্রীকাকুলামে।

আগুন ঘিরে বসেছে সব। ভালুক এসে থামে
ওদের নিচু দাওয়ায় আর মহুয়া গাছটাকে
কাঁপায় হাওয়া, ভর······
এখন কে লুকোবে
ও মেয়েটাকে ? ওই যে হাঁটে
মাতাল ? কার বোন ও ?
নিজের বিষ তোলে
নিজের দেহ মথিয়ে, নেয়

দুহাতে বিষ, উড়িয়ে দেয়
আকাশে আর নামে
বৃষ্টি—ব্রিস্টলে ;
এদেশে নয়। দেখেছো যাকে
বাঙালী পার্বণে
স্নিগ্ধ, উর্বর
সেই তো নারী, মহিলা, মেয়ে, সেই তো মাঠে মাঠে
বৃষ্টি আর শস্য, তুমি জান কী সংক্ষোভে

সে মাটি আজ নষ্ট ? জানো, কী কষ্টে শুকোবে
সে মেয়েটির কুমারী স্তন ? দিবসে, সন্ধ্যায়
আলোয়, তমসাতে
কে যেন দেশগ্রামে
ছড়িয়ে দেয় কালো খবর
'বন্যা—ব্রীজ টলে···'
কৃষক, বীজ বোনো।
বীজ এবং সাহস। যাকে

নামিয়ে দিতে চাইছ তাকে
নামাও এক কোপে !
চুল্লী তো নিভোনো,
তবুও তুমি আগুন দাও
আকাশে, যাতে জ্বলে
শূন্য, তার সাথে
দেহের হাড়, স্নায়ু এবং নখর
এবং জ্বলে আকাশে প্রেম সে মেয়েটির নামে।

বাতাসে ওড়ে শুভ্র দাড়ি : 'আমেন'।
গল্প থেকে জানলাটির ফাঁকে
নেমে এলেন প্রখর
জ্যোৎস্না ধরে পোপ এই
মাটির ঘরে··· ···আমার শার্টে
তিনটে ছেঁড়া, ব্রণ
মুখে, গ্রামাঞ্চলে।
সরুন। রজনীগন্ধায়

বিষ মেশাবো। এই বন্ধ্যা
মাটিকে পুন্নামে
পাঠাবো আর জলে
ছড়িয়ে দেবো এই লালাকে
তীব্র আর ঘন……
দেহ অতঃপর
শুধু জিহ্বা : ঠাণ্ডা, কালো, চ্যাপ্টা ; প্রতি রাতে
এগিয়ে আসে শহরে গ্রামে……বাতাস কাঁপে কাঁটালতায়, ঝোপে।

তিন

মুখ নেই পেট নেই। শুধু এক আস্বাদ
জেগে আছে। আরকের মধ্যে
শুয়ে আছি সারাদিন, সারাদিন।
পাহাড়, সুপুরী গাছ, শ্যাওলা ও কুয়াশারা
মাঝখানে থকথকে পেট্রল।
ওখানে আমার বউ, তোমারও
বউ কি মেয়েরা যেত স্নানে রোজ দুপুরে
এখন সকলে তারা বিরাট ঠাণ্ডা কালো জিহ্বা।

সব দেশ মুছে গেছে ভারত কি গ্রীণল্যাণ্ড, কিউবা—
কিছু নেই কিছু নেই পেট্রল ঘিরে আছে, আর ছাদ
ভ'রে গেছে ধোঁয়াজালে। সুপুরী
গাছের মাথায় চাঁদ। মর্ত্যে
কেউ জেগে আছে ? ব্যাস, বাল্মিকী বা হোমারও ?
কে জেগে আছেন ভাই সাড়া দিন !
কেউ নেই। 'তবে আয় জের তোল
পুরনো পাপের' আর বহুদূরে কোয়াসার

কেঁপে ওঠে, 'এই কালো গ্যাস আর ধোঁয়াশার
ভিতরে এখন আর কী-ই বা
পাবি ?'—'কেন ? পৃথিবী তো টলটল
এখন তরলে, চল্, খানিকটা বাদ-টাদ
দিয়ে পাবো বহু ধাতু, ভাঙ্গা টিন ;
হয়তো বা ফেলে যাওয়া নূপুর-ই
পাবো কারো ! আর কিছু পুরনো রিঅ্যাক্টর, বোমারু,
এমন কি ভাঙ্গা বীণা পেয়ে যেতে পারি তুই মত দে—'

এরকম কথা হ'ল ভিন গ্রহবাসীদের মধ্যে।
দু' কোটি বছর ধ'রে এই গ্রহ শুধুই তো হাওয়া সার।
হাওয়া নয়, হাওয়া ব'লে ভ্রম আরো
বাড়াবো না। এই কালো জিহ্বার
তেজস্ক্রিয়ায়, বিষে এতদিন পুড়ে পুড়ে
হাওয়াও এখন বিষ ; যা তরল
আছে তা পানীয় নয়। আলাদীন
তোমার প্রদীপে যদি ঘষা দাও কার সাধ

এখন পুরবে আর ? ঐ যে গভীর খাদ
ঐখানে বাংলার অর্ধেক
পড়ে আছে......'আজ খুব ভালো দিন'
মেয়েটি ভাবতো আর জানলায় কী আশায়
দাঁড়াতো এবং দূরে উতরোল
সাদা মেঘ থেকে রাজকুমারও
তার চোখ ছুঁয়ে দিত...দুটি জেট সরু ধোঁয়া...মুড়ি
চিবোতো রোয়াকে বসে বুড়োরাও, 'জয় রাম, জিহোবা'।

দু পাশে সব্‌জী, মাঠ উঠোন, খড়ের চাল…বিয়োবার
সময় হ'য়েছে কালো গাইটার আর ছোটোবউমারও সাধ
আগামী পরশু দিন ; মুড়ে
গিয়েছে সোনার মাঠ, গর্তের
বাইরে এসেছে বুড়ো সাপটাও, যদি মারো
তা হ'লে অমঙ্গল। 'ভালোদি
তুই আর শানু মিলে নারকোল
আমাকে দিলি না কেন ?'…'ওগো মেয়ে তিয়াষায়

শরীর কাঁপছে মোর আর তোর চোখে ছায়
বর্ষারা, ঘর ছাড়া কি হবার
উপায় রয়েছে আর, তুই বল !'
ঝাঁ ঝাঁ করে রাত্তির, 'কে এলি রে, ঈরশাদ ?
বড়বউ বাতিডারে জ্বাল্‌ দিন।'
কেউ নেই। মানুষ না জানোয়ার। ঘুরে
এসেছে আকাল শুধু, আর সেই মুঠো ভরা সোনারও
কিছু অবশেষ নেই, বাংলায়। 'তুই আসে গোর দে

ইবার আমারে বাপ্‌।' দূরে জঙ্গল জাগে, গড়তে
চেয়েছে মুক্ত গ্রাম ওরা আর মুছে গেছে ধীরে ধীরে
তারই পোড়া ধোঁয়া যায়
নগরীতে, ভীতু আর গোঁয়ারও
একসাথে মিলে বলে 'জিয়ো ভাই
এখন একশ যুগ। দেখো আজ কত সুরে
তোমাকে স্বাগত বলে যুবদল।'
আর সাদা পোশাকের গিলোটিন
ওদের মাথায় স্থির। রোজ তবু বিষভাত

ওদের গলায় নামে, সারাদিন এর স্বাদ
জেগে থাকে, টেনে নেয়, নড়তে
দেয় না তা। 'ওগো দিন ভালো দিন
তুমি এসো এসো তুমি' ওরা ডাকে, কুয়াশায়
আর বিষে ভরে যায় নভতল।
জেগেছ শকুন? চিল? ছোঁ মারো!
লুণ্ঠন শেষ হয়। সকলেই চিৎ আর উপুড়ে
ভাসে আর ডোবে, আর অবশেষে একদিন স্বীয় ভার

ওদের তলায় টেনে মেরে ফেলে। ঘানা আর আমেরিকা, কিউবা
মিশে যায় মুছে যায় খুব দ্রুত আর এই সংবাদ
ঢেকে দেয় কোন এক সাপুড়ের
বাঁশী ও গ্যাসের স্তর। ঝরতে
থাকে বৃষ্টির মত লাভা ও পাথর। তারও
পরে জেগে ওঠে দুটি বোধহীন
পাহাড়। মধ্যে যেন ক' বোতল
সুরা টলটল করে, আর সেই সুরা চায়

দেশলাই, জ্বলে ওঠা, কেঁপে ওঠে দুরাশায়।
আমি শুধু মূককীট, পিউপা
চিরজীবনের মত। করতল,
পেট, মুখ কিছু নেই জেগে আছে আস্বাদ
দু' কোটি বছর ধরে, সারাদিন।
কোনোদিন অঙ্কুর, নূপুরের
শব্দ শুনেছি আমি? বাংলার? মনে আছে। মনে নেই।
এই করে ভ্রম আরো
বাড়াতে যেওনা। থামো। ভোঁতা ও ঠাণ্ডা জিভ,
ফিরে যাও আরকের মধ্যে।

কালো ত্রিভুজের আস্তরণ

এক

উজ্জ্বল বলে কিছুই নেই। কূপের উপরে বিষণ্ন
একটি গোলক, কালো মতো, ভাসছে এবং উদ্ভিদের
শহর জাগছে কিছুদূরে, লোহা তামা রুপো কি স্বর্ণ
বাতাস বা ধুলো, এমন কি সুন্দর আর কুৎসিতের
উপাদানগুলি ছোট ছোট বুদ্বুদে ভরে খুব সিধে
উঠে গিয়ে বলে ভেসে যাবো, আর থেমে যায়—না, স্রোত নেই
কালো মহাকাশ। প্রচণ্ড ফ্যাকাশে, ঠাণ্ডা। খুব শীতে
পিঠ দিয়ে শুধু গ্রহগুলি পড়ে আছে। তবে কি প্রত্নেই

মিশে গেছে ওরা দিনে দিনে? কেন মিশে গেলো? কী জন্য?
ঝাপসা, ঠাণ্ডা উদ্বাস্তু কেউ যেন গাঢ় উদ্‌গীথে
ছড়িয়ে দিয়েছে এলোমেলো—এবং একটি বিজন নথ
তার একান্ত দর্পণের মুখটি ঘোরালো—উঃ, বিঁধে
গিয়েছে আলোর ভল্লটি ··গয়লা বৌটি দুধ দিতে
চলেছে, এখন ভোরবেলা, ছাগল দুটিকে কী যত্নেই
পাতা এনে দিলো হাত ভরে বাচ্চাটি, খাকি উর্দীতে
চোখ মুছে নিলো রাতজাগা টহলদারটি 'তাকত নেই

তবিয়তে খুব, নিঁদ যাব চৌপর দিন; ত্রিবর্ণ
ইশারাটি শেষে দুলে ওঠে জেলর আপিসে, বুদ্ধিতে
কিছুই পায়না চাষার পো। কালও চাল ছিলো, খুদ দিতে
হবে আজ সব ভাগ করে। আর কালো কালো মূর্তিতে
ছেয়ে যায় মাঠ, তেপান্তর। কেন! জেল নেই? হাজত নেই?
ধরো আর মারো, কী শান্তি! ভরেছে শহর শুদ্ধিতে······
নথের আয়না সরে গেলো: গ্রহগুলি ভাসে, না স্রোত নেই।
ফ্যাকাশে, ঠাণ্ডা থেমে আছে। চারিদিকে ফের উদ্ভিদের
শহর জাগছে। গোলকটি কেন ভেসে আছে? কী রত্নে
নির্মিত ওটি? আলো তো নেই? আর আমি এই উদ্ধৃতি
কেন বা দিচ্ছি? ওঠ্ বোকা—পংক্তিগুলিকে ফেরত নে!

দুই

কালো ঈগলেরা জেগে আছে। বিরাট রাত্রি। অন্যথা
হলেই ঝাঁপাবে। চারদিকে শুধু নখ প্রতিবিম্বিত।
যে গোলক ছিলো আকাশে কাল, সৌরঝড়ের জন্য তা
আজ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে গেছে। আয় তোরা আয়, কিনবি তো
সে সব টুকরো কম দামে? কালো মুখ, কালো, ভাঙ্গা, মৃত
পড়ে আছে, পাশে তিমি-র হাড়; হালকা শ্বেতাভ আস্তরণ;
কণ্ঠাস্থি ও শিরদাঁড়া; সাদা, জীবন্ত আর ভীত
হয়ত বা কিছু, চলে-ফেরে, খুব ধীরে ধীরে থাস তোরণ

পেরিয়ে আসছে এ নগরের—না না, এটা নয়, অন্যটা,
অন্যটা বলো!······গাছতলা; ওরা দুজনেই মুখ দিত
পরস্পরের ভয়ঙ্কর অংশগুলিতে, বন্যতা
লাফিয়ে উঠতো গাছে পাতায়: আরক্ত জানু, কম্পিত
কাদামাটি, দ্বীপ, গুল্মেরা; লাল, কালো, নীল আর পীতও
উন্মাদ হয়ে জঙ্গলের দুইদিক ভাঙ্গে—'আজ তো রং!'
ফাগুয়া এসেছে অসম্ভব। ওগো মার্চ মাস, গর্বিত,
শেখাও আগুন অভেদ্য, খড়্গ, গোলাপ, সন্তরণ

শেখাও অতল ভূগর্ভে, এবং গহীনমগ্নতা
মেশাও স্বপ্নে, সন্দেহে।······সাঁতার না ছাই! পড়বি তো
পড় একেবারে গন্ধকে! ও তরল, ও পীনোন্নতা
বুদ্বুদরাশি ফুটন্ত, এই পৃথিবীর চর্বি তো
পুড়িয়েছো তুমি, সেই যেদিন লোকটা বলেছে 'মোর পিতঃ
ক্ষম উহাদের'—সেই যেদিন মানুষেরা ভালবাসতো রণ,
হুংকার, হ্রেষা, নাগাসাকি—আকাশের দিকে উচ্ছ্রিত
হয়ে যেত পোড়া মাংস, হাত। প্রিয় গন্ধক, আজ বরং
পোড়াও পুরোনো হাড়গুলি। প্রতিদানে নাও সংবৃত
কালো ত্রিভুজের অন্ধকার, কালো ত্রিভুজের আস্তরণ।
বুড়ো ঈগলেরা জেগে আছে, ষোল শ'বছর সঞ্চিত
রাত্রির নিচে। জাগছে নখ, দাঁতের শব্দ, শ্বাস। স্মরণ······

তিন

বেঁচে আছে কিছু সাদা ঘাস। বাকি সব হিমে কঠিনে
ঢেকে গেছে, মাঝেমধ্যে কালো বেড়ালের নিঃশ্বাস
শোনা যায় আর হলদে চোখ জ্বলে থাকে, ক'দিনে
উঠে গেছে গ্রামগঞ্জ ; গলিত শরীর, হাড় মাস
মিশে যায় ক্রমে মাটিতে। বিষাক্ত মেঘ, হাওয়া, ফাঁস
চেপে বসে আছে আকাশে। শুধু মৃত মর্যাদায়
আগুন পাহাড় একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে, উচ্ছ্বাস
প্রেম, কম্পন সব শেষ। আর এখন ওর যা দায়

রয়েছে তা শুধু স্মৃতিরই : খাগুপ্রাণে ও প্রোটিনে
ভরে গেছে হাওয়া রৌদ্র। আকাশে মেঘের অভ্যাস
তত বেশি নেই। 'চল্ চল্, মিত্রায় আর ব্রতীনে
আবার ঝগড়া, মিটিয়ে দি' আসি আমরা।' সব বাস
চলে গেছে। ফাঁকা রাজপথ। দেশলাই আর উদ্ভাস
[illegible]
ঢেউ দিলো হাওয়া, রাত্রি। একটি নিরীহ কৃকলাস
পাঁচিল পেরিয়ে ছুটল। মেয়েটি শান্ত শ্রদ্ধায়

অধ্যাপকের সামনে। এক্ষুণি একশ তিনের
মাথায় আউট বয়কট। কেবিন এবং দ্রুত শ্বাস,
ঘন দুটি ঠোঁট কাঁপছে। 'ভয় নেই তোর সতীনের
দোরে কাঁটা দিয়ে দিয়েছি'। চারজন লোক বসে তাস
খেলে। 'মা আচার করেছে। তোরা ভাগ করে নিয়ে যাস'
সমস্ত বাড়ি নিঃঝুম ; শুধু দোতলার জানালায়
একটি দেহের আবছা, খোলা কালো চুল, সন্ত্রাস
নামছে তা থেকে···আর নয়। তুমি সবটুকু মিথ্যায়
ভরিয়ে দিয়েছ। আসলে কালো বেড়ালের নিঃশ্বাস
ছাড়া কিছু নেই, হলদে চোখ জ্বলে। হিমে, ঠাণ্ডায়
ছেয়ে গেছে গ্রাম, আর সব ছবি তো মিথ্যে উচ্ছ্বাস—
এত সব ভুল ছবিকে কেউ কবিতায় স্থান দেয় ?

চার

প্রতিহত, অস্পষ্ট, ফেরানো…
পিশাচের রূঢ় এক-চোখ।
এছাড়া কি আর কিছু জানো ?
পাথরের কয়েকটি স্তবক।
গোলাপের শিরা ও গন্ধক।
উজ্জ্বল ঘোড়ার মৃত্যু, ভ্রুতি…
কামুক ডাইনীর মৃদু ত্বক।
আঙুরের রাত্রি, মদ, রুটি।

শান্ত ঘর। সুন্দর গোছানো
বইয়ের টেবিল, কুঁজো ; লোক
নেই কেউ। কেবল রাঙানো
মেয়েটি নিঃশব্দে ঝরে। জোঁক
জেগে উঠে তার অলক্তক
রক্ত ভেবে শুষে খায়। দুটি
হাত এসে তার চূর্ণালক
সরায় না। অদ্ভুত দেউটি

দূরে কাঁপে, নিভন্ত আজানও
শোনা যায়—'সব শান্ত হোক।'
ফের সেই একচক্ষু দানো
রাত্রিটির গা থেকে পালক
খসিয়ে নিচ্ছে ; ফেনা, রোখ
আর তরঙ্গের ধাক্কা, মুঠি
ঝলসে উঠেছে। যে আরক
তীব্র, কূট, তাকেই আহুতি
দিতে গিয়ে ফের প্রবঞ্চক
পুষ্পের উত্থান, ছুটোছুটি……
বাকি যা রয়েছে তা গন্ধক
আর সৌর-অশ্বের ভ্রুকুটি !

পাঁচ

এ ছাড়া বাদাম আর কাঠ ।
এ ছাড়াও উদ্দাম লবণ ।
ছিন্নভিন্ন, মাটিতে ক'জন
মৃত যোদ্ধা আর চতুষ্কোণ
পাথরের গৃহ । এ ছাড়াও
তুষারের শ্বেত আক্রমণ ।
তৈলের সমুদ্র । বালুকা ও

শকুনের ঝড়, পাথসাট···
বিদ্যুতের আঙুল, কাঞ্চন ।
দু' একটি শালিখ, সাদা মাঠ ।
রবার গাছের আলোড়ন ।
ছিঁড়ে এলো অস্ত্র । ঝোপড়া, বন
তৃণক্ষেত্র । উজ্জ্বল ভেড়াও
কয়েকটি । শুষ্ক, কালো, স্তন ।
'আরো চাই, আরো ছবি দাও ।'

এরপর উজ্জ্বল, জমাট
বরফের গাছ । সারাক্ষণ
সাদা দস্তানার স্পন্দ, হাত······
ডানার প্রচ্ছায়া । কী নির্জন
চিমনির উপরে পাখি । কোন্
দিক দিয়ে উড়ে এলি তাও
বলবি না ? রূঢ় পাখি, শোন্ !
'শুনবো না । আগে ছবি দাও !'
অন্ধ খনি, ধাতুর জঘন,
হিম গর্ত কোথাও কোথাও······
কত বলবো ? আর কতক্ষণ ?
মনে নেই সমস্ত কথাও !

ছয়

কালো বৃষ্টির ঝাপটা, সার দিয়ে চলে দাসীরা।
মদিরা এবং শস্য সবটুকু এনে সঞ্চয়
করো এইখানে পুরোনো গোলা ভরে দ্বীপবাসীরা।
এসো বাণিজ্যে মন দাও। আঙুরের দৃঢ় মঞ্চই
জেগে ওঠে আজ, শান্ত। আকাশের দিকে মন যায়:
কালো বৃষ্টিতে দাসীরা চলেছে, দুপাশে প্রহরী,
অদূরে তোরণ, ঘণ্টা; ওরা মানুষের কোন্ জয়
ধরে আছে? নাকি দু'হাতে ধরেছে এ পোড়া শহরই?

মৃত, নিষিদ্ধ শিকড়ের রাত্রি দাঁড়িয়ে, যা শিরা
ফুঁড়ে উঠে এলো এখনই। তিন বোবা কালা খঞ্জই
এসে ঘিরে ধরে শয্যা। বীজগণিতের রাশিরা
হাতুড়ি এবং কাস্তে নিয়ে জেগে ওঠে, কনভয়
জানলা পেরিয়ে চলে যায়। বর্শার থেকে সব ভয়
ঝরছে রাজার প্রাসাদে। পাহাড়ের পাশে যে পরী
থাকতো সে ডিনামাইটে উড়ে গেছে, শুধু অব্যয়
অমৃতা একটি ঝর্ণা হেসে ওঠে, তার উপরে

মানুষের চোখ পড়েনি, তাকে জানে মৌমাছিরা……
ফের মানুষেরা আঙুরের পরিচর্যায় মন দ্যায়।
বরফের সাদা মাংস, নির্জন শৈলশিরা,
রাত্রির ঘন পল্লব ওরা ছিঁড়ে ফেলে। খুন চায়
আরো বেশি লাল, তৃপ্ত। বাইরে দাঁড়িয়ে থান ছয়
কাফ্রি, রাজা কি শুয়েছেন? সোনার অথবা রুপোরই
জানলায় তিনি দেখছেন সার দিয়ে, চলে অক্ষয়—
-যৌবনা ক্রীতদাসীগণ। ওদের দিয়েই সঞ্চয়
করাও মদিরা, শস্য। আরো বর্ষায় কবরী
ঐ খুলে গেলো, বিদ্যুৎ, ঐ যে বর্শা,·· সঞ্জয়
এবার বলুন যুদ্ধে কী ঘটল সর্বোপরি?

সাত

পুরোনো ক্যাথিড্রাল। বিরাট কালো ঘড়ি। কঠিন তাম্রাভ
একটি বর্ণের হঠাৎ জ্বলে ওঠা। এবং পাখিদের
ছড়ানো মৃতদেহ। আমরা, শেয়ালেরা, প্রথমে কামড়াব
গলা ও তারপরে আস্তে ছিঁড়ে নেবো শরীর, যা ক্ষিদে
পেয়েছে…মাস্তুল, মানুষ, কাঠ, দড়ি ভাসছে আর ঈদের
চাঁদও ভেসে আছে। একটি ছোট মাছ, ঘন, অস্বচ্ছ,
নরম জল কেটে এগোল 'কিছুদূরে হাঙর ভাইদের
দেখেছি, চোখ দুটো উপড়ে নিতে হবে।' একটি কচ্ছপ

বালিতে ধীরে ধীরে হাঁটছে। কাঁকড়ারা। 'গর্তে ফিরে যাবো'
ভাবছে সরু মতো সাপটি, 'আজকে যা পেয়েছি তাই ঢের।'…
আকাশ ছেয়ে আছে ছড়ানো, দীর্ঘ, একটি অরুণাভ
ইশারা। ভোর হবে। ছেলেটি এলোমেলো ভাবছে—'স্বাতীদের
বাড়িতে কারো ঘুম ভেঙ্গেছে কি এখন?' নিরামিশাষীদের
চোয়ালে মাংসের গন্ধ। ওপাশের দেওয়ালে ছোপ ছোপ
রক্ত লেগে আছে। রাত্রি, চিৎকার 'খোকন'…'যা, গিঁথে
দিয়েছি ছোরাখানা'…আবার রাতভোর বিরাট মচ্ছব

যুবক সমিতিতে। কেবল জেগে আছে কঠিন তাম্রাভ
একটি বর্ণই…'মুন্নু, মা'মণিকে একটা হামি দে—'
ছোট্ট সাইকেলে শিশুটি হাত নাড়ে, গোপনে যে দ্রাবক
গলাবে সবকিছু সে কাঁপে, কেঁপে যায়—বিকেলে স্বামীদের
পথের দিকে চেয়ে মেয়েরা বসে থাকে, কোন্ বোকামিতে
যুবাটি একবার-তাকানো-মেয়েটিকে ভাবছে? স্বচ্ছ
চোখের হ্রদে নেমে হাঁসটি ডুবে গেলো। মর্ষকামীদের
প্রবল ভীড়ে তাও পৃথিবী ভরে যায়। কালো, অসহ্
চাকার একটানা শব্দ। ডুবে যাবে, অন্য কিছু টের
পাবে না। গোল ঘড়ি। বিরাট কালো কাঁটা জ্বলছে। ভোজ্য
হয়েছো তুমি তার, ক্রমশ ধাতু আর সংখ্যা। পাখিদের
ছড়ানো শব ঘেরা প্রাচীন ক্যাথিড্রালে কেবল সংখ্যাই বলছো…

আট

পাথরের গর্ভগৃহ। দীর্ঘ উর্ণজাল
জেগে উঠছে এককোণে, কুয়াশার। ঘরে
কেউ নেই। শুধু টানা বিরাট চাতাল।
অন্য কোণে গাঢ় দ্যুতি। মেঝের উপরে
কিছু পাথরের টুকরো। মাঝে মাঝে নড়ে
ওঠে ওরা, আবার ঘুমোয়। শ্বাসরোধী
দগ্ধ ধাতুর ঘ্রাণ। থামের উপরে
জড়িয়ে উঠেছে সাপ। তার প্রেম, রতি

ছড়িয়েছে গৃহটিতে। মসৃণ দেওয়াল
তা সত্ত্বেও কেঁপে ওঠে। শিকড়ে শিকড়ে
ধাক্কা দেয় স্রোত, দৃশ্য—উজ্জ্বল পাতাল
মুখ তোলে…ছেলেটির ডানবুকে সজোরে
পা চালালো অফিসার : 'ষোল বছরের
যত আছে থেঁৎলে দাও বুট দিয়ে, প্রতি
ঘর থেকে টেনে আনো, তারপর মরে
গেলে বনে ফেলে দিও'…সমস্ত নির্বোধই

জানে এটা ভয়ঙ্কর একাত্তর সাল।
'খাবার আগলে নিয়ে বসে আছি, ওরে
শমী খেয়ে গেলো না তো! দেখ্ একটু'—কাল-
-সাপ এসে ঘুরে যায় বাড়ির ভিতরে,
কয়েকটি ছেলে এসে ওকে খুব ভোরে
ডেকে নিয়ে চলে গেলো, আজকে নদীর
পাশে ওর দেহ পড়ে…আমার মিনতি
শোনো, তুমি এই ছবি দেখিও না. সরে
যাক এই স্রোত, এই অসহ্য আরতি
থামাও, বরং ফের পাথরের ঘরে
যেতে চাই…দগ্ধ ধাতু, তীব্র শ্বাসরোধী…

নয়

ভেঙ্গে পড়া বাড়ি। ছোট ছোট ঝোপ। এবং তৃণের
বিন্যাস শুধু সারা মাঠ ভরে। আরো কিছুদূরে
একটি গাছের মাথা, দ্রুত জীপ, উইণ্ডস্ক্রিনের
উপরে রৌদ্র চমকে উঠল। শেষ রোদ্দুরে
দুজন তরুণী হাঁটছে, আকাশে বেঁকে ঘুরে ঘুরে
উড়ে গেলো একঝাঁক হরিয়াল। গাঢ় রক্তিম
আভা এসে লাগে কিশোরীর গালে 'কালকে দুপুরে
দাঁড়িয়ে ছিলো সে, আজকেও আছে', ঘন রিমঝিম

গান বেজে ওঠে শরীরে—তখনই অশুভ দিনের
সংকেত এসে দুয়ারে দাঁড়ায়—তার দেহ পুড়ে
গিয়েছে—মানুষ দেখতে পায়না, পুরোনো ঋণের
দিকে তার হাত ক্রমশ এগোয় এবং অদূরে
দাঁড়িয়ে সে টানে স্বেদ আর শ্রম, ধীরে ধীরে হিম
হয়ে আসে হাত, সস্নেহ মুখ। কেউ ভেঙ্গে ছুঁড়ে
দেয় জঙ্গলে মানুষের দেহ, দূরে টিমটিম

জ্বলে থাকে ম্লান লণ্ঠন, কালো মাটিতে তৃণের
বিস্তার শুধু, মাঠে ধান নেই, কেবল শহুরে
বাবুরা আসেন মাঝে মাঝে আর ওরাও টিনের
তোরঙ্গ নিয়ে শহরের দিকে চলে, কুরে কুরে
শরীরের থেকে হাড় মাস খায় কীট ও অসুরে
ভাগ করে, সার সার লোক শুয়ে ষ্টেশনে। ছাতিম
গাছ থেকে কেউ ঝুলে পড়ে আর কেউ মাটি খুঁড়ে
পুঁতে দেয় তার ভাইকে—তখনো গ্রামে কে পিদীম
জেলে বসে আছো? তার থেকে জ্বালো মশাল। অদূরে
বন কেঁপে ওঠে: মাদল বাজছে দূরে, ডিমডিম
ক্রুদ্ধ মাদল ছড়িয়ে পড়ছে রাত্রি দুপুরে···

দশ

কালো পিপীলিকা আর কীট।
বোবা ও অন্ধ ইস্পাত।
বাগান, শান্ত অর্কিড।
হাঙরের সারি সারি দাঁত।
বাঁকানো রেলিং ; ফুটপাথ
ঘিরে গোলাপের গুচ্ছ
কে ফেলে গিয়েছে ? কংক্রিট
চাতালের নিচে ঘুরছ

কে গো মৌমাছি ? কদাচিৎ
তোমার শান্ত, সাদা হাত
আমরা দেখেছি, সংবিৎ
হারিয়ে তখনই এ প্রাসাদ
ভেঙ্গে পড়ে গেছে। সে আঘাত
কখনো বলিনি, উহ্য
রয়ে গেছে ; জ্বালা, উৎপাত
লুকিয়ে রয়েছে। খুঁজছ

যাকে তুমি তার বুক পিঠ
পাথর খেয়েছে। গাঢ় রাত
নামছে বাইরে। কুৎসিৎ
শুঁয়োপোকাগুলি কালো খাদ
থেকে উঠে আসে। আর সাত
বোকা ঋষি বসে গুহ্য
কারণ ভাবছে। উৎখাত
করে দাও এই উচ্চ
মূঢ় আকাশকে—ইস্পাত
তুমি কি ঝলসে উঠছ ?
কেউ নেই। শুধু ফুটপাথ
ঘিরে গোলাপের গুচ্ছ······

উদ্ভিদ

প্রত্যেকটি শৃঙ্খলিত ঘণ্টার মধ্যে, প্রত্যেকটি শ্বাসরুদ্ধ নৌকোর তলায়
তুমি লুকিয়ে ফেলেছো তোমার হাত, সেই চলমান উদ্ভিদ
যা স্পর্শ করতো বালি ও পল্লব, স্বর্ণনির্মিত পাত্রের আভা,
শামুক আর এমনকি জলপ্রপাতের কিছু অংশও
টেনে আনতো আঙ্গুলে—এখন, বলো
কে আমাদের এনে দেবে পাতাল থেকে চুম্বক?
কে বালির গর্ত খুঁড়ে নিয়ে আসবে কচ্ছপের ডিম, আর
বিভিন্ন শ্যাওলা দিয়ে রান্না করবে সবুজ কাঁকড়ার মাংস?
কে আমাদের শেখাবে কম্পমান চক্ষুপল্লব, শ্যামল পত্রাবলী
এবং আকাশছোঁয়া চুল্লী? যে চুল্লীর ভেতর
সেই গোল বলটি রয়েছে—দাগকাটা, দীপ্যমান ও ঘুরন্ত।
ঐ বলের ঘূর্ণন দেখতে দেখতে আমরা শরীর থেকে খুলে নিয়ে
মাটিতে বিছিয়ে দিয়েছিলাম আমাদের চামড়া; ধীরে ধীরে
তার মধ্যে গর্ত খুঁড়ে বাস করতে শুরু করেছিলো মেঠো ইঁদুর
কেঁচো, বজ্রকীট ও নানা জাতের সাপ। এমন কি
কখনো কখনো দু' একটা মানুষও। না, ঠিক মানুষ নয়
কয়েকটি মানুষের টুকরো। তারা আমাদের চামড়ার উপর আগুন জেলে
শীত তাড়িয়েছে, ঝলসে নিয়ে খেয়েছে সাপের ল্যাজ, মরা কাকের নাড়িভুড়ি
আর নিজেদের হাতের আঙ্গুলও।
বাঃ, কী সুস্বাদু বলতে বলতেই তাদের হাতের আঙ্গুলগুলি শেষ হয়ে যায়
এবং তারা ঝুঁকে পড়ে অপেক্ষাকৃত ছোট পায়ের আঙ্গুলগুলির প্রতি।
এরপর তারা পছন্দ করে যথাক্রমে লিঙ্গ, পায়ের ডিম ও যকৃত।
ফলত, এর কিছুদিন পরেই আমাদের চামড়ার মাঠের উপর দিয়ে
হা হা করে গড়িয়ে যেত জিহ্বাহীন হাঁ করা কিছু মাথা,
অবশেষে একদিন তারা সমুদ্রকে খাবে বলে গড়িয়ে গড়িয়ে
সমুদ্রের ভিতর চলে গেল......

বলা বাহুল্য, এর বহু আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো
মেঠো ইঁদুর আর প্রজাপতিদের বংশ।
আজ আমাদের চামড়ার উপর হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে
প্রকাণ্ড সব ক্ষত মুখ—
এখন কে সেই ক্ষতের ভেতর ভরে দেবে ত্রুটিহীন ভোর
এবং অবিস্মরণীয় তুলো!
সেই তুলোর নরম লম্বা রোঁয়াগুলি এখন কোথায়? কোথায়, সেই
পর্বতমালার মাথা থেকে খামচে তুলে আনা তুষার ঢাকা শৃঙ্গ?
পুরোনো খাড়ির মধ্যে কেন আছড়ে পড়ছে লবণ গোলা জল?
তোমার হাত এখন কোথায় রেখেছো? ঐ সদ্য চলতে শুরু করা
হিমবাহের নিচে? উঃ কী সাদা ওর চিৎকার!
তোমার হাতের শ্যাওলাগুলি এত শুকনো কেন?
কেন ভিজে যাচ্ছে না তোমার শরীরের বালি?
আর কী রকম, কত রকম করে বলবো?
একবার, একবার আমাদের চামড়ার উপর কুয়ো কাটছিলো
একদল লোক আর এক বছর খোঁড়বার পর ওরা জলের বদলে পেলো
ফিনকি দিয়ে উঠে আসা রক্ত! কারণ, ততদিনে
ত্বকের নিচে নতুন করে পেশী আর ধমণী তৈরি হতে শুরু হয়েছে তো!
সেই ফিনকি দিয়ে উঠে আসা রক্ত মুহূর্তে শুষে নিয়েছিলো আকাশ
তারপর শূন্যের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বিক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে
অদ্ভুত ছোট ছোট পোকার শ্রেণী; ঠিক আকাশের বাইরেটায়
তারা গোল করে ঘিরে অপেক্ষা করছে;
যদি তোমার হাত মৃত ঘণ্টার নিচে লুকোয় কখনো
যদি সেই সচল উদ্ভিদ আশ্রয় নেয় শ্বাসরুদ্ধ নৌকোয়
তবে তারা লাফ দেবে……ঐ যে
ঝরে পড়তে শুরু করেছে অসংখ্য খুদে খুদে কীট
বাতাস শুষে নিতে নিতে তারা নেমে আসছে……
এরপর ধীরে ধীরে
ঢেউ থেমে গেলো; ধীরে ধীরে সর পড়ল সমুদ্রে
এগিয়ে এলো হিমবাহগুলি,
পাহাড়ের মাথা উপচে গড়িয়ে পড়তে লাগলো লালচে কালো রক্ত,

তারপর একদিন লালচে কালো তরলের বিরাট স্তর
জেগে রইল দশদিকে, আর তার অনেক তলায়
পড়ে রইল
একটি মৃত ঘণ্টা
একটি নৌকোর পাটাতন
একটি ঠাণ্ডা, ঘুমন্ত উদ্ভিদ

ভ্রূণ

মোমবাতি

শিকড়গুলিও শব্দ করে উঠছে, এমন রাত্রি
শৃঙ্খলের আঘাতে চিৎকার করছে জল, এমন উপকূল
নিহত কিন্তু মুঠো করে ধরে রয়েছে ভল্ল, এমন বাহু
ছোটো অথচ শুষে নিচ্ছে সমস্ত বাতাস, এমন পাত্র
মাত্র এক ঝলকেই ফাটিয়ে দিচ্ছে গ্লেসিয়ার, এমন স্ফুলিঙ্গ
লম্বা আঙুলে আঁচড়ে দিচ্ছে আকাশ, এমন বিদ্যুৎ
নিশ্চল কিন্তু এই মাত্র জ্যান্ত হয়ে উঠল, এমন কফিন
তীক্ষ্ণ আর ফিসফিসে অথচ শেষ হয়নি, এমন চিৎকার
শান্ত ও ঘুমপাড়ানি ধীরে ধীরে ঝরছে, এমন পালক
শুধু একটি প্রবাহ সম্বল করে উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন বাতাস
একটাও পাতা নড়ছে না গাছের, তার তলায়
পড়ে রয়েছে লম্বা শেকল, সাপের ছেঁড়া ফণা ও পদ্মের পাপড়ি

দিগন্তবিস্তৃত ইস্পাতের পাত ও তার উপর নিঃশ্বাস, জন্তুদের

এরপর আমি বিষাক্ত মধু ও তেল ছাড়া কিছুই জানিনা
কিছুই জানিনা ভূগর্ভের কালো হৃৎপিণ্ড ছাড়া, যা একদিন
আমি উপড়ে এনে রেখেছিলাম আমাদের পিছনের ছোট্ট জলাটায়
তা থেকে জন্মেছিলো প্রচুর কচুরিপানা, শ্যাওলা, ছোটো গাছ
এবং জলের বিভিন্ন কীটেরা—সেই হৃৎপিণ্ড এখন বুড়বুড়ি কাটতে কাটতে
ভেসে ওঠে তার চারিদিকের ঘনবদ্ধ, জড়িয়ে ধরা প্রাণ ভেদ করে
আমার ঘরের সামনের ছোটো একটুখানি জমির ওপরের হাওয়ায়
ভাসতে থাকে সারারাত, সারারাত্রি ধ্বকধ্বক ধ্বকধ্বক করে—
আমাকে বলে ওঠে 'যে ঝকঝকে সাদা মোমবাতি তোমার ঘরে জ্বলছে
তা আসলে পুরোটাই মানুষের জমাট চর্বি দিয়ে বানানো।'
মোমবাতিটা হঠাৎ টেবিল থেকে লাফিয়ে ওঠে শূন্যে
বড় হতে শুরু করে, দুটো হাত পেয়ে যায়, দু' দিক থেকে

বেরিয়ে আসে দু'টো পা'ও এবং কাঁধের উপর লম্বাটে মাথাটা
জ্বলতে থাকে হলদে রং শিখার মতন
তার শরীরে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে সরু, মোটা, লম্বা কিছু দাগ
ওগুলো কি চাবুকের ? সেই দাগের ভিতর কোনোটাতে
আমার চোখে পড়ে অনেক প্রাচীন আর লুপ্ত কোনো নদী
কোনোটায় বা চওড়া রাস্তা, অভিজাত পুরুষ রমণীদের চলাফেরা
আকাশচুম্বী প্রাসাদের চূড়া, দুর্গম সরু কষ্টকর গিরিপথ
যে পথ দিয়ে কয়েক শ' ক্রীতদাস তাদের প্রভুর জন্য
সোনার ঘড়ায় করে ভরে আনছে মধু তাদের পাশাপাশি
ঘোড়ায় চড়ে চলেছে বর্মপরা কুকুরমুখো সেনাপতি
এরপর ভেসে ওঠে একটি খাল তার ভিতর সাঁতার কাটছে
অদ্ভুত সব ডানাওয়ালা কুমীর, তাদের ডিম শুকোচ্ছে রোদ্দুরে
বালির উপর দিয়ে ঝিকমিক করে এগিয়ে এসে
গর্তে লুকিয়ে পড়ল সাপ ; ঐ বালির উপরেই
চিৎ হয়ে রয়েছে একটি কংকাল, তার হাতে পায়ে শেকলের বালা
হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো সেই হাড়ের কাঠামো আর আমি লক্ষ্য করলাম
ক্রমশ ছোটো এবং সরু হতে শুরু করেছে তার শরীরে, ক্রমশ
সাদা এবং ঝকঝকে মোমে ঢেকে যাচ্ছে ফ্যাকাশে খটখটে হাড়গুলি
তারপর দ্রুত তার শেকল আটকানো পা' দু'টো খসে পড়ল
হাত দু'টোও, আর তার অবশিষ্ট শরীর দুলতে দুলতে নেমে দাঁড়াল
আমার টেবিলের বাতিদানের উপর, শুধু লম্বাটে মুখের মতো শিখাটি
জ্বলতে থাকলো প্রায় কোনো কম্পন ছাড়াই······
জলার পিছনে ভাঙা বাড়ি
তার পাশে বড়ো গাছের ডাল থেকে শুরু হয়েছে জ্যোৎস্নার সরু সুতোগুলি
ঐ বাড়ির ছাদে ধোঁয়ার দেবতা ও কুয়াশার দেবী
যখন দেখা করতে নামেন লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিক তখনই
জলার কচুরিপানাগুলি নড়ে ওঠে, শুরু হয় বুদ্বুদ আর
অবিশ্রাম ধ্বক ধ্বক···আমার জানলার সামনের হাওয়ায়
ভাসছে ভূগর্ভের কালো হৃদয় আর আমাকে বলছে
'নক্ষত্রগুলো আসলে পাথরের। ইতিমধ্যেই রাশি রাশি পাথর
ঝরতে শুরু করেছে তাদের শরীর থেকে, শিগগিরই একদিন

শেষ রাত্তিরের দিকে আলফা সেঞ্চুরির একটি পাথর এসে পড়বে
তোমাদের ঐ কলাগাছ তলায়। তবে, তুমি, তোমার
টেবিলের মোমটা উঁচিয়ে ধরে খবর নিতে পারো যে
ঠিক কতবড় শিলা এসে পড়বার সম্ভাবনা
কেননা একমাত্র ঐ মোমবাতির আলোই পারে
এক বছরেরও আগে সেখানে পৌঁছতে
এমন কি ফিরে আসতেও—
তক্ষুনি, প্রত্যুত্তরে, আমি হাতের ঝাপটায় নিভিয়ে দিলাম
সেই মুণ্ডের মতো শিখা অথবা শিখার মতো মুণ্ড
সেই মুহূর্তে এই জলাভূমি ঘিরে ভাঙা বাড়ি ঘিরে
ধোঁয়ার দেবতা ও কুয়াশার দেবীকে ডুবিয়ে দিয়ে
পরপর জেগে উঠতে শুরু করল
এমন রাত্রি যখন শিকড়েরাও শব্দ করে ওঠে
এমন ক্ষুব্ধ উপকূল যেখানে শৃঙ্খলের আঘাতে চিৎকার করছে জল
এমন বাহু যা নিহত কিন্তু মুঠো করে রয়েছে ভল্ল
এমন পাত্র যা ছোটো কিন্তু শুষে নিচ্ছে সমস্ত বাতাস
এমন স্ফুলিঙ্গ যা একটি ঝলকেই ফাটিয়ে দিচ্ছে গ্রেসিয়ার
এমন বিদ্যুৎ যা লম্বা আঙুলে আঁচড়ে দিচ্ছে আকাশ
এমন কফিন যা নিশ্চল কিন্তু এইমাত্র জ্যান্ত হয়ে উঠল
এমন চিৎকার যা ক্ষীণ আর ফিসফিসে অথচ শেষ হয়না
এমন পালক যা শান্ত আর ঘুম পাড়ানি
এমন বাতাস যা একটি মাত্র প্রবাহ সম্বল করে উঠে দাঁড়িয়েছে
একটাও পাতা নড়ছে না গাছের, তার তলায়
পড়ে রয়েছে লম্বা শেকল, সাপের বিচ্ছিন্ন ফণা ও পদ্মের পাপড়ি।

শুভ আগুন শুভ ছাই

এক

এখন গুহায় ফিরে গেছে সব প্রেতিনী
দুটি ক্ষীণ স্রোত মিশেছে গুহার মুখে
কালো ফাটলের থেকে ধাতুমিশ্রিত
ফোঁটা ফোঁটা করে চুঁইয়ে পড়ছে জল
প্রেতিনীরা সব ঘুমোতে গিয়েছে, ভোর
হয়ে এলো প্রায়, রাত কত ? সাড়ে তিনটে ?

এখানে কী করে ঘড়ি পেলে তুমি ? চিনতে
পারলে কী করে পল অনুপল ? সেদিনই
অনেক বারণ করেছি 'এসো না'—'চোর,
ডাকাত একটা ! সেই তুমি ধুঁকে ধুঁকে
ঠিক এসে হাজির হয়েছ অনুচ্ছল
স্রোত ধরে ধরে ? যদি নিচে টেনে নিতো ?'

টান জাগে শুধু একদিন নিদ্রিত
মাটির তলার অতিকায় ফুলে, বৃন্তে।
প্রেতিনী, তারাও কেঁপে ওঠে, বলে, 'চল্
ঘুমোতে যাবি না পাথুরে মেঝেয় ?' মেদিনী
ফেটে উঠে আসে রক্তের ধারা, রুখে
ওঠে লাল স্রোত, ঘন লাল, ঘনঘোর···

লক্ষ বছরে একবার ক'রে ওর
এ রকম হয়। হয় বুঝি ? বিশ্রী তো !
আমার দেহেও কাঁপে লাল, উঃ কে
এরকম ক'রে মোচড়াস ? ঋণ দে
চারদিন কোনো পুরুষের দেহ······বেদেনী
তারপরই আমি। ফের পেতে আছি সেই ফাঁদ, সেই কুন্তল·

কিন্তু সে ফাঁদ ভিতরে ভিতরে দুর্বল।
কত যে কষ্ট মেয়ে হয়ে জন্মানোর !
অনেক বারণ করেছি 'এসো না'—বেঁধে নিই
যদি এ গুহায় তোমাকে এখন, সুন্দর বিস্মিত
ওগো ছেলে, বলো, কী হবে তোমার যদি সখীবৃন্দের
একজন করে রাখে প্রেতিনীরা নিরন্ধ্র সিন্দুকে !

ভয় নেই। ওরা সব ঘুমিয়েছে। তুমি আজ কোনো তুকে
ওদের জাগাতে চেয়ো না তরুণ ফিরে যাও উজ্জ্বল,
নিজের শান্ত গৃহকোণে। আর সাবধানে যেও। চিনতে
পারবে তো পথ ? লক্ষ বছর এখনই শেষ হবে, ভোর
হ'য়ে এলো প্রায়, কালো ফাটলের থেকে ধাতুমিশ্রিত
জল ঝরে পড়ে, এখন গুহায় ফিরে যাই শেষ প্রেতিনী !

দুই

'গুহায় ফিরে আর আমি ঘুমোবো না
জেগে থাকবো স্পন্দনের আগে
অনড় এই শরীরে এই ত্বকে
জমে উঠবে চূর্ণ ধাতু, লোহা
ছাদের এক চিলতে ফাঁক দিয়ে
শরীরে এসে লাগবে রোদ, আলট্রাভায়োলেটও।'

'কিন্তু বলো, দেহই নেই তোমার ! তাহলে তো
ছোঁয়াই যেতো তোমাকে, আলপনা
আঁকাও যেতো ! তোমাকে যদি মাটিও বলি, বলি 'ধরিত্রী হে
আমাকে নাও, পারবে তুমি মাঘের
চেয়েও হিম শরীর পেতে জায়গা দিতে শোয়ার ?
জড়িয়ে যদি ধরতে চাই বাঁচাবে আর্তকে ?'

'না। আমি আর চাই না কোনো আশ্লেষের ঝোঁকে
কেঁপে উঠতে, তাহলে ফের আকার চাই, সে তো
অসম্ভব। এখন সব আদর আর প্রহার
শূন্যে ফেটে গেছে, কেবল জলার পাশে ফণা
ওঠায় প্রিয় সাপেরা, জানে ওদের দেবী জাগে
এখনো এই গুহায়, দেহে কালরাত্রি নিয়ে।'

'আবার দেহ কী করে আসে ? দেখিয়ে
প্রমাণ করো, না হলে এই নাটকে
তোমার কোনো অংশ নেই ! কী রাগে
গাইতে জানে সখীরা সব ? নিজে তো
সাপগুলোকে বশ করেছ বললে, তবে শোনাও
আরেকবার তোমার গান ! শরীর যদি ধোঁয়া

না হয় তবে জাগাও তাকে, ছোঁয়ার
সুযোগ দাও, দেখো কী গান গিয়ে
আকাশজ্যোতি স্পর্শ করে…ও, না
তোমার বুঝি শরীর নেই ! চোখে
তোমাকে আমি দেখিনি আর শুনেছি যারা যেতো
ফেরেনি কেউ তাদের থেকে। গল্প ! বেশ লাগে !'

'মূঢ় তরুণ, জেগে রয়েছি স্পন্দনের আগে !
অনড় ত্বকে জমে উঠছে চূর্ণ ধাতু, লোহা,
আগুন, মাটি, জল আর সোনা। এ তো
আলাদা করা যাবে না—এর কিছুটা তুলে নিয়ে
ছুঁড়ে দিলাম আকাশে আর এখুনি এক পলকে
তৈরী হল তিনটি বোন…ছাখো তো, ভালবাসোনা !'

তিন

তিনজন বোন জেগে ওঠে একযোগে
তিনজন বোন স্নান করে একই ঝর্ণায়
তিনজন বোন উড়ে যায়, ছ'টি ডানা
জ্বলে ওঠে আর নিভে যায় নিশীথের
সব তারাগুলি আর তিনজন আকাশে
অবসর মত ছুঁড়ে দেয় হাতচিঠিও।

ওরা তিন বোন তিন রাত জেগে তৃতীয়
রাত্রির শেষ মুহূর্তে ক্রূর চোখে
আকাশে তাকাল, তারার গাছের শাখা সে
আঘাতে কাঁপতে, একটি যুবক—জোর নেই,
শরীরে কি মনে, খ'সে পড়ে গেল শূন্যের গোল শিশিতে···
'ওমা, দেখ্ দেখ্ কী বোকা কী বোকা! চোখ নেই বুঝি, কানা?'

ওরা তিনজন ছুটে গেল, ছ'টি ডানা
ঝলসালো ফের আকাশে···'এই যে প্রীতি ও
শুভেচ্ছা নিন্। কি উষ্ণতায় কি শীতে
আমরা তিনটি এখানেই থাকি, এই ঘোর দুর্যোগে
বেরিয়েছিলেন কী ব'লে? আসুন, এই দিকে, ঘরকরনায়
আমাদের খুব মন নেই; তবু, নিয়ে যাই গৃহসকাশে।'

'আমারও ওসব গৃহ টৃহ নেই, তবুও গৃহের শথ আসে
কথনো কথনো'—ছেলেটি ভেবেছে, আর দূর থেকে কারা নাম
ধরে ডাক দিলো—'প্রিয়, প্রিয়তম, ওর না'য়
উঠো নাগো তুমি, রাঙাও কুমারী সিঁথি মোর···'
তিনদিক থেকে ওঠে এই ডাক দ্রুতচারী উদ্যোগে
'এদিকে তোমরা কোথায় হারালে মালবিকা, পৃথা, ঈশিতা!'

শূন্যতা। প্রায় শেষ হয়ে আসা নিশীথে
শূন্যতা শুধু জেগে আছে আর ছেলেটি, এমন বোকা সে,
বোকা তা হলেও সুন্দর, যেন গৌতম বুদ্ধকে ,
দেখছি, এখন চারদিকে কোনো সাড় নেই, কোন সাড়া না—
এরই মাঝখানে পাহাড়ীয়া লোকগীতি ও
মাথা রেখে বেশ ঘুমিয়ে রয়েছে পাহাড়ের নিচে পর্ণে!

ওরা তিনজন, ওদের এখনো ঘর নেই
ওরা তিন বোন কখনো কখনো ঝিঁঝিতে
রূপান্তরিত হয়ে যায় আর মাঝে মাঝে হাতচিঠিও
ছুঁড়ে দেয়, যদি আবার একটি লোক আসে—
একদিন ওরা ছেলেটিকে পায়, বলে, 'এই দেহ কার আনা?'
আমরা কি? হায় আমরা মেরেছি সুন্দর মুগ্ধকে!'

চার

এখন ওর দেহ ছুঁয়ো না তোমরা
এখন ওর দেহ বাতাসে রেখে দাও
তরুণ ও শরীরে বসুক প্রজাপতি
এবং মৃত জেনে তখনই উড়ে যাক
তোমরা শেষ করো এবার অনুতাপ
এবং ওর দেহ জ্বলুক নিদাঘে।

কিন্তু এখন আর শরীরে কী থাকে?
জ্বলবে কী করে ও? ওকে তো যমরাজ
কখন নিয়ে গেছে! আসলে সব পাপ
আমার, আমাদেরই! তোমাকে দেখে তাও
বুঝিনি ও তরুণ আমরা কত ক্ষতি
করেছি, এই দেহ পোকায় কুরে খাক

চাইনি, চাইনি তা ! নিষেধ দূরে যাক
তোমাকে ছুঁয়ে দেখি—এখন বৃথা কে
বারণে কান রাখে—একটু সোমরস
ওষ্ঠে ঢেলে দিই—এ বুক এই কটি
কোমল বাহুদের স্পর্শ তুমি নাও
শিথিল হিম দেহে জাগাও দেহতাপ ।'

অর্বাচীন পরী, আসলে উত্তাপ
গুহার নিচে আছে । সকালে দুটি কাক
ওষ্ঠে তুলে নিয়ে গেছে যে কী প্রদাহ
এবং প্রাণটিকে,—তোমাকে, পৃথাকে
বোঝানো যাবে না তা । এখনো সেই জ্যোতি
নেভেনি পুরোপুরি, এখনি দোমড়াস

তোরা এ দেহটিকে ? রাতের মোমবা
কখন শেষ আর বিশাল, চুপচাপ
পাহাড় জেগে আছে অমানী, অক্রোধী ।
কিন্তু দেখ আমি তোদের দিকে তাক
করেছি মন্ত্রকে……'করেছ ? দ্বিধাকে
সরিয়ে দিয়েছি তো, যা দেবে দাও !

বাহুতে শুধু ওর দেহটি । তাও
রাখতে দেবে না কি ? ধুলো ও নোংরা
ও দেহে লেগে আছে, মুছিয়ে দি তাকে
এবং তারপরে গুহার নিচে ঝাঁপ
দেবই ওকে নিয়ে, না হয় পুড়ে যাক
শরীর ; তবু যাব আমরা তিন সতী……

পাঁচ

গুল্ম, জলধারা, দরজা
বিশাল পাথরের তৈরি
কোথায় নিয়ে এলে আমাকে ?
একটি ক্ষীণ স্রোত নামছে
দেওয়াল বেয়ে বেয়ে, স্তম্ভ
দাঁড়িয়ে মিশকালো, সুঠাম।

আমি কি এইখানে শুতাম ?
এমন অদ্ভুত শয্যায় ?
কখনো এত ওম্ কম্বল
পেয়েছি ? যেন কবে নৈঋত
আকাশে থাকতাম, আবছা…
কোথায় নিয়ে এলে আমাকে ?

দু' পাশে উজ্জ্বল তামাকের
খামার চলে গেছে, সুঠাম
দ্রাক্ষাকুঞ্জটি কাঁপছে
বাতাসে, কিছু দূরে ঘর যার
ফিরছে সে মেয়েটি……ওইরে
এখনই একদল শম্বর

পালালো তাড়া খেয়ে, 'জব্বর
শিকার ছিলো দোস্ত'……পা রাখে
কারা ও ঘাটে এসে ?' সই রে
শরীরে বড় জ্বালা, কুঠার
তুলেছে কাঠুরিয়া, লজ্জা
রাখতে পারবো না আর যে !'

এবং সবশেষে আসছে
তিনটি মেয়ে, ভালো, সভ্য।
কিন্তু কী রকম সোচ্চার
শরীর আর চোখ! তারা কে?
তাদের একজন, ভ্রু তার
গহন রঙে আঁকা, সরিয়ে

দিতেই ওড়নাটি, শরীরে
কী যেন হয়ে গেল...আজ যে
কিছুই মনে নেই! দু' ধার
আড়াল করে শুধু স্তম্ভ
উঠেছে, ঘিরে আছে আমাকে
গুল্ম, জলধারা, দরজা......

ছয়

ভীষণ ধীরে ধীরে
বিরাট দরজাটি
খুলে যাচ্ছে এবার....
ভিতরে এসো যুবক
তাকিয়ে ছাখো পাশে
ছিন্ন ডানা, ছাই।

তোমার পরীরাই
ওখানে আছে, ফিরে
যায় নি। বাহুপাশে
ওদের কুল জাতি
আগুন নিলো। রূপও
নিলো সে। তবে কার

শরীরে উল্কার
চাইছ তুমি ? প্রায়
শেষ হচ্ছে দু' প্রহর
এখন রাত্রির এ
ঘোর সময়ে রা-টি
করে না কেউ ত্রাসে ।

এবার থামো শ্বাসের
শব্দেরাও । আর
যুবক এই কাঠি
তোর ঐ দেহে ছোঁয়াই······
'এ কে আমায় ঘিরে
আগুন না জল ? রুপো ?

লোহা না মদ ? উভ-
-চর প্রাণীও না সে !'···
আশিস করি ফিরে
যাসনে তুই আর
আয় ও দেহে জাগাই
ধাতু, আগুন, মাটি ।

'গ্রহণ করো আমাকে শুভ মাটি
গ্রহণ করো, গ্রহণ করো শুভ
ধাতুরা, শুভ আগুন, শুভ ছাই
আমাকে নাও ক্ষুধায় নাও গ্রাসে
আমাকে করো পানীয় করো ক্ষার
আমাকে নাও অন্নে ধীরে ধীরে···

ভ্রূণ

কালো ওষ্ঠ রাখো এই···সাদা ওষ্ঠ রাখো এই...নীল ওষ্ঠ রাখো এসে এই
শুশ্রূষায়, কাঁচপাত্রে। ঐ মৃদু বক্তিম ভঙ্গীর
উপরে দাঁড়িয়ে আছে উল্কাদের ঝলসে ওঠা নিঃশব্দ গঠন।
বাঁশের বাগানে গিয়ে টুকরো টুকরো ভেঙ্গে পড়ল ওরা যখন সম্পূর্ণ জালের
কিছুটা বাইরে, ঠিক একঝলক গাঢ় জবাকুসুমে ওদের
সমস্ত রক্তের ছিটে মিশে গেল।···ছাই রঙ পাথরের বড় গোল বাটি
তাতে টলে সুরা, আরো, নাতি-শীত-উষ্ণ-জলবায়ুর মিশ্রণ।
পাত্রের উপরে লাল মেঘ, সাদা পতঙ্গেরা, সৌরধূলিকণা সূক্ষ্ম, ঘন,
তেজস্ক্রিয় ভস্মমেঘ; উল্টোনো কলসীর মত গূঢ় অন্ধ সংরক্ত জরায়ু।
তার মুখে ফুঁ দিয়ে ফোলাও, আরো আরো বড়, অবশেষে আকাশে বেলুন
ভেসে যায় একটানা···সাদা সাদা, নীল···

সমস্ত অর্চনা শান্ত হয়েছে যখন

পাত্রের তরল মিশ্র ঠিক তখনই কাঠিতে নাড়ালে, একটি ফুল ফেলে দিলে
সেই ফুলের গর্ভকোষে এক লহমায় দেখা যাবে : একটি শিশু
গুটিয়ে রয়েছে, তার দেহ পতঙ্গের, ডানা ঈগল পাখির
নীল পুষ্পটির দুটি পুংকেশর জেগে আছে মাথার উপরে
কিছুটা পতঙ্গ, কিছু পাখি আর খানিকটা উদ্ভিদ—শুধু মুখ মানুষের···
এরপরই হরিদ্রাভ গোল গোল ফুলে ওঠা অনুজ্জ্বল ফেনা
রাশি রাশি ঝরছে তার মাঝামাঝি জেগে ওঠে কয়লার চাঙর,

খাদ

একসার ডেভির আলো, ছুটন্ত শেয়াল, ঝোপ, নেকড়ের হাঁ মুখ,
হাঁয়ের ভিতর দিয়ে দেখা যায় সরু নৌকো, নৌকোর উপরে
অশ্রু, মাকড়সার জাল, শরবন, তরুণীর গোল চশমা, মৃত
ঝিনুকের খোলা, বালি

আর হলদে।

হলদে কোনো কিছু নয়, না বস্তু না কোনো প্রাণী, শুধু হলুদে, হলুদ, হরিদ্রা,···
আরো নিঝরের চাপে অঝোর ফেনার রাশি ঝরে যায়, ঝরে যেতে যেতে

চোখে পড়ে অনুপম চাদরের সাদা
চাদরের সাদা কিংবা ফ্রকের ফ্রিলের সাদা কিশোরীর, কিংবা হাসিয়ের
খোলা পিঠ তার সাদা—
হলো না। সবটা সাদা নয়। একটি
তিল রয়ে গেছে মাঝামাঝি…

এখন, তাহলে, ঐ তিলটিকে উঠিয়ে নেবার
কী পদ্ধতি জানো তুমি ? আসলে ওটিকে
ঠিক মতো তুলে নিতে পারলে ওটি লক্ষ খ-ধূপের
একটি হয়ে আলো দেবে কালো আকাশের
উপরে—অমন দৃঢ় লাবণ্যের পাশে
রেখে এসো দুটি খড়—একটি ঘৃণা, অন্যটি চুম্বন।
ঘৃণা রাখা যায় কিন্তু চুম্বন রাখলেই যদি দুলে ওঠে ?
হ্যাঁ, উঠলো তাই !
এক মেরু থেকে অন্য মেরুপ্রান্ত পর্যন্ত টাঙানো
চরাচর জোড়া সাদা, ধু ধু সাদা ক্রিনের মন্থনে
দুলে উঠলো তিনশো নব্বই কোটি বছর আগের
পৃথিবী, তরল ধাতু, ফুটন্ত লৌহের
কালো ধোঁয়া, বুদ্বুদ উপছে উঠে ভেঙ্গে যাচ্ছে, ঢেউ
গাঢ় তরলের, আর হঠাৎ কোথাও
ফুঁসে উঠছে আগ্নেয় ফোয়ারা, বিস্ফোরণ…
আবার ধোঁয়ার মেঘ। ধোঁয়া সরে যেতে
দিগন্ত ছাপানো জল, মাঝে মাঝে দুটি একটি ডাঙ্গা
মাথা তুলে আছে, ভাসছে জেলী ফিস, আর
ওদিকে সামান্য গুল্ম…
তারও পরে ছড়ানো, বিরাট
সমতল ভেসে উঠল, ঢালু সমতল, জলাভূমি,
আকাশ ছোঁয়ানো গাছ। সরু লম্বা গলা আর চ্যাপ্টা মাথা তুলে
পাতা খাচ্ছে অতিকায় উদ্ভিদভোজী সরীসৃপ
আরেকটি ডানাওয়ালা লম্বা ঠোঁট সরীসৃপ মাথার উপরে উড়ে গেল…

তারপর পর্বতমালা মাথা তুলছে জলের ভিতর
থেকে, হু হু করে জল ঢুকে পড়ছে পাশের ডাঙ্গায়…
কালো সুড়ঙ্গের মত গুহার ভেতর থেকে
এরপর বেরিয়ে এল দু'পায়ে ভর করে
সামনে একটু ঝুঁকে পড়া রোমশ প্রাণীটি,
ছোট গর্তে বসা চোখ, থ্যাবড়া চোয়াল,
ঘন কালো রোমাবৃত স্তন, আর হাতে
ঝোলানো হরিণ একটি। তার কাঁচা মাংস চামড়া হাড়
নখ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেতে খেতে একবার মাথা তুললো সে,
সারা মুখে গাঢ় রক্ত…ষ্টিল ফ্রেম চশমা আর কাঁধের উপরে খাটো চুল
আনমনা কফির কাপ থেকে ঠোঁট তুলে
জানলার বৃষ্টির দিকে তাকিয়েছে মেয়েটি, একটু খোলা ঠোঁট…

আসলে নখাগ্রে থাকে যা কিছু। শস্য, জ্ঞান, ছাই।
চাকার ঘূর্ণণ, তীব্র কালো ঘোড়া, ব্যারাকপুরের
বাসের জানালা দিয়ে একদল স্কুলের কিশোরী…
ভাঙ্গা ও আস্ত ডানা, ধবল টাওয়ার,
নৌকোর উপর থেকে হাত ফসকে জলের ভিতর
চলে যাওয়া ভালবাসা, তাও।
অর্চনার ধ্বনি নেই কোনো।
অর্চনা, মেয়েটি হলে আছে।
কিন্তু, ছোট পুল
পেরোনো দীর্ঘ ট্রেন, ভোরবেলা ধোঁয়াটে পাহাড়,
পাহাড়ের গায়ে পথ, দুটি ভেড়া, মহিম রুদ্রের
'তোমারো অসীমে'—মারু বেহাগের তীব্র মালবিকা,
এরকম অর্চনার কোনো ধ্বনি নেই। শুধু ওষ্ঠ আছে, আছে
পিতলের বৃহৎ প্রদীপ, দীর্ঘ গম্বুজের মাথায় উপরে
নেমে আসা রাত্রি, আছে শিরস্ত্রাণ, ব্রোঞ্জ বর্ণের পেশী, বর্ম আর
বন ও পাহাড় ভেঙ্গে কার্থেজ জাগাতে হানিবল…
এইখানে এসে সবটুকু শেষ। যা রয়েছে হাওয়া, শূন্য, খুব বেশী হলে
একটি ভ্রূণ, ডুবে আছে বাটিতে, শুশ্রূষায়, প্রায় এক-নখ পরিমাণ….

ফের নখ ? আবার নখাগ্র ? তাহলে, আবার ফের পুনরায়
নখদর্পণের গাঢ় স্মৃতিভ্রম এই জবাকুসুমে মিশেই
ঝলসালো আকাশে নৃত্য, বলশয়, প্রবল বর্ষার।
আর সেই চুয়ান্নোর নভেম্বরে কোনো
হাসপাতালের বড় বারান্দায় একটি নতুন বাবা মা'র
আশঙ্কা, উদ্বেগ, হর্ষ আজ এতদিন পর সে হাসপাতাল থেকে সরে
এই এতদূর প্রায় পাড়াগাঁয় এসে
একটি জানলার পাশে সারারাত বাঁশপাতা দোলালো ··

ঘনিষ্ঠের দ্যুতি এসে মুখ ঘষে প্রস্তরের কাছে।
টানা মার্বেলের মেঝে, মৃদু ডিং ডং বাজনা, খুব অল্প অস্পষ্ট তন্দ্রার
মৃদু বুনে যাওয়া জাল চলে গেছে বড় বড় থামগুলি পেরিয়ে···
ওর একটিতে লুকিয়ে রয়েছে এক নর্তকীর সম্পূর্ণ কঙ্কাল।
শুকনো জ্যোৎস্না, ভিজে পরিখার পাশে পড়ে আছে হাড়, দুর্গের মাথায়
লাফিয়ে পড়েছে চাঁদ, ওষ্ঠ রাখবে বলে চূড়ায়। কফির
কাপ থেকে ঠোঁট তুলে ষ্টিল চশমা যে মেয়েটি দ্বিতীয় স্তবকের শেষদিকে
জানলায় তাকিয়েছিল, এক্ষুণি সে, ফের ঠোঁট নামালো কফিতে।
তুমিও ওষ্ঠ রাখো, কালো ওষ্ঠ, সাদা নীল পীত
রাখো এই শুশ্রূষায়, কাঁচ নয়, ধাতুর বাটিতে :
যে পাত্রে রয়েছে মদ, ঘনীভূত নাতি-শীত-উষ্ণ জলবায়ু আমাদের,
বাষ্প ও আরক।
আরকের মধ্যে রয়ে গেছে ডুবে যাওয়া ফুল, ফুলে
শরীর গুটিয়ে নিয়ে শুয়ে আছে পতঙ্গ, মানুষ, পাখি আর উদ্ভিদের
মিশ্রিত শিশুটি।
তিন লক্ষ বছর পর তার বেরিয়ে আসবার কথা······ .